বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

জান্নাতুল ফেরদৌস ঝুমা

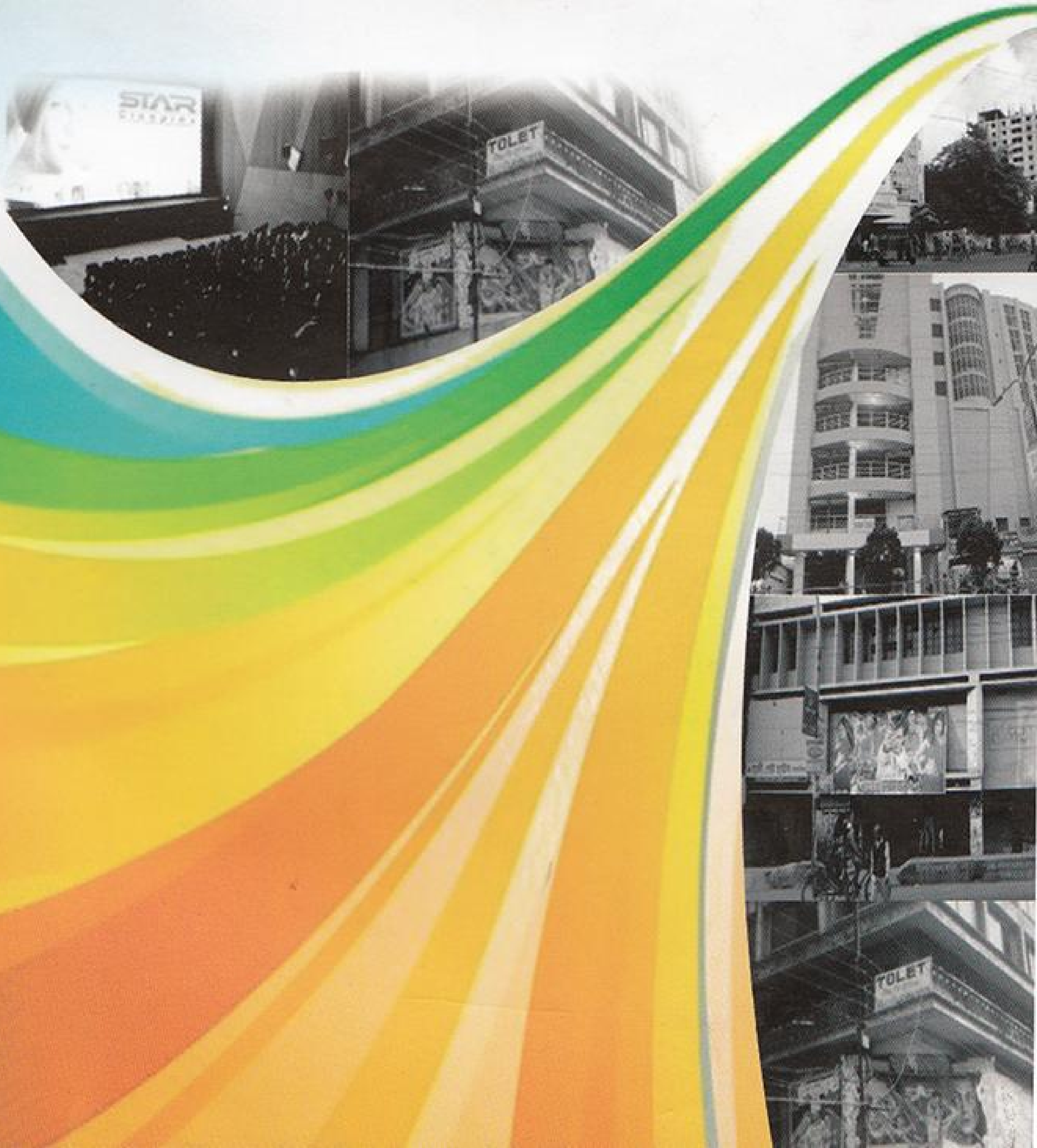

বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

গবেষক
জান্নাতুল ফেরদৌস ঝুমা

তত্ত্বাবধায়ক
ক্যাথরিন মাসুদ

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

মহাপরিচালকের কথা

চলচ্চিত্র বাংলাদেশের মানুষের বিনোদনের অন্যতম প্রিয় গণমাধ্যম। প্রেক্ষাগৃহে পরিবার পরিজন নিয়ে চলচ্চিত্র দেখতে অভ্যস্ত ছিল আমাদের দেশের মানুষ। আর সে কারণেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহগুলোও ছিল বিনোদনপ্রত্যাশী মানুষের ভীড়ে জমজমাট, বিশেষত তরুণ-তরুণীরা দলে দলে আসতো হলে সিনেমা দেখতে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রেক্ষাগৃহের জন্য বরাদ্দকৃত জমিতে পুরোনো বিখ্যাত সব সিনেমা হল ভেঙে মালিকেরা সেখানে গড়ে তুলছেন বিশাল বিপণি-বিতান, সুপার মল। কিন্তু কেন এমন নিদারুণ ঘটনা ঘটছে, কী সামাজিক অভিঘাত সৃষ্টি হচ্ছে এর ফলে? কী কী উপাদান ক্রিয়াশীল এই ঘটনার পশ্চাদভূমি হিসেবে, এসবের প্রতিকারই বা কী? এ গবেষণায় এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে অনুসন্ধান চালিয়েছেন তরুণ গবেষক জান্নাতুল ফেরদৌস ঝুমা।

গবেষক দেখিয়েছেন নির্মল চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনে ক্রমবর্ধমান হারে পুঁজি প্রত্যাহারই বর্তমানে আমাদের দেশের চলচ্চিত্রশিল্পের দুর্দশার মূল কারণ। তাঁর গবেষণায় তিনি বিশেষভাবে দেখিয়েছেন, পরিবারের সবার জন্য একসাথে দেখার মতো ভালো সিনেমা এখন আর আসছে না সিনেমা হলে। শ্রমজীবী ও নিম্নবিত্ত মানুষকে লক্ষ্য করে তৈরি করা নিম্নরুচির সিনেমায় অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। ভাঙাচুড়া আসবাবপত্র, অস্বাস্থ্যকর ও পুতিগন্ধময় অবস্থার মধ্যে নিপতিত সিনেমাহলগুলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং আধুনিক ও মানসম্পন্ন কারিগরি প্রযুক্তির অনুপস্থিতি জানান দিচ্ছে বিনোদন কেন্দ্রগুলোর দুরবস্থার কথা। সন্ত্রাসী, মাস্তান আর বখাটেদের অভয়ারণ্য হয়ে উঠছে যেমন সিনেমা হলগুলো। ফলে ভদ্রলোক, মধ্যবিত্ত, নারী ও শিশুদের জন্য অগম্য হয়ে উঠছে সিনেমা হলগুলো। তারা এখন হল-বিমুখ, আকাশ সংস্কৃতির বদৌলতে ঘরে বসে বিদেশী সিনেমা, সিডি-ডিভিডি এসব দেখছেন। ফলে স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে জাতীয় সিনেমা বিকাশের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল তা নিদারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন ঘটছে যুবমানসে ও জীবনে। ফলে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চূড়ান্ত বিচারে। সমাজে অবৈজ্ঞানিক মনোভাব, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও রুচিবিকৃতির প্রাদুর্ভাব ঘটছে। পরিশেষে গবেষক উপস্থাপন করেছেন তাঁর গবেষণার মূল্যবান সুপারিশমালা, যা চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট মহল ও নীতিনির্ধারকদের জন্য গভীর চিন্তার খোরাক যোগাবে, করণীয় পথের নির্দেশনা দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র-সাহিত্য নির্মাণ ও বিকাশ, দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস উদ্ঘাটন, চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের বিভিন্ন পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অবদান তুলে আনা, দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্পের সম্ভাবনা ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধানের দিকনির্দেশ এবং নতুন নতুন চলচ্চিত্র লেখক ও গবেষক সৃষ্টির লক্ষ্যে সমন্বিত গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্য সাধনে ও গবেষণার কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টা এবং নিবিড় মনোযোগ আকর্ষণ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা চলচ্চিত্রের সুদিন ফিরে আসবে।

ঢাকা

২১ এপ্রিল ২০১৪

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রাচীন কালে গুহাচিত্র আর একবিংশ শতাব্দীর উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন এ্যানিমেটেড সিনেমা। উভয়ই মানুষের চিন্তা-ভাবনা, আবেগ কল্পনার বহিঃপ্রকাশ। কালের বিবর্তনে মানুষ তার বুদ্ধি, শৈল্পিক চেতনা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সমন্বয়ে চলচ্চিত্র নামক মাধ্যমের প্রকাশ ঘটিয়েছে। চলচ্চিত্র গণযোগাযোগের সর্বকনিষ্ঠ ও সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম যার শুরুটা হয়েছিল প্রদর্শন ব্যবস্থাকেন্দ্রিক। ১৮৯৫ সালের লুমিয়ের ভাতৃদ্বয় প্যারিসে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেছিল। তারপর থেকে পৃথিবীতে যেমন চলচ্চিত্র নিয়ে শুরু হয় নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা তেমনি প্রদর্শন ব্যবস্থাতেও সময়ের পরিক্রমায় হয়েছে নব নব সংস্করণ। কারণ নির্মাতা, প্রযোজকের ও কলাকুশলীদের কষ্টের ফসল নির্মিত সিনেমাটি দর্শকের কাছে উপস্থাপন হয় প্রেক্ষাগৃহেই। তাই বিশ্বের চলচ্চিত্রে আধুনিকতার প্রযুক্তি ও শৈল্পিক অভিব্যক্তির সম্মিলন ঘটানোর পাশাপাশি প্রদর্শন ব্যবস্থা তথা প্রেক্ষাগৃহগুলো হয়ে উঠেছে সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্পন্ন। চলচ্চিত্র নির্মাণ যেখানে মেধা মনন ও শিল্পের সমন্বয়, প্রদর্শন ব্যবস্থা সেখানে মুনাফার লক্ষ্য। কেননা চলচ্চিত্র নির্মাণে শৈল্পিক চেতনা যেমন অবশ্যম্ভাবী, প্রযোজকের অর্থলগ্নি করাও অপরিহার্য।

বিশ্বব্যাপী যখন চলচ্চিত্র ও প্রেক্ষাগৃহ হালনাগাদ হচ্ছে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও প্রেক্ষাগৃহ তখন উল্টো পথে হাঁটছে। সিনেমার মানের পাশাপাশি প্রেক্ষাগৃহগুলো আজ ধ্বংসের মুখে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শীর্ষক গবেষণাতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহের সার্বিক চিত্র উঠে এসেছে। পাশাপাশি এসেছে চলচ্চিত্র শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নে প্রেক্ষাগৃহের ভূমিকা।

গবেষণা কাজটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি সৃষ্টিকর্তাকে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার মা-বাবার প্রতি যারা আমাকে আমার কাজে সমর্থন যুগিয়ে এসেছেন। ধন্যবাদ দিতে চাই বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ও বাংলাদেশ সরকারকে আমার গবেষণা কাজটিকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য। বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই আর্কাইভের মহাপরিচালক বেগম কামরুন নাহার কে এ ধরনের একটি গবেষণা প্রকল্প নির্বাচন করার জন্য। গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ক্যাথরিন মাসুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি প্রকল্পের পুরোটা সময় নানাভাবে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. ফাহমিদুল হক গবেষণার সময় পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁর প্রতি জানাই বিশেষ কৃতজ্ঞতা। আমি বিশেষভাবে ঋণী শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সাবরিনা সুলতানা চৌধুরীর কাছে, যিনি সব সময়ই আমাকে এ ধরনের কাজ করতে অনুপ্রেরণা দেন। ফিল্ম আর্কাইভের লাইব্রেরিয়ান নজরুল ইসলাম ও সংগ্রাহক ফখরুল আলম বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

ধন্যবাদ দিতে চাই চলচ্চিত্র পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম ও লেখক অনুপম হায়াৎকে যারা গবেষণার অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া বুঝতে সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মাহবুবুল হক ভূঁইয়ার প্রতি, যে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে গবেষণা কাজটি করতে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণাটিতে যারা সাক্ষাৎকার দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি। ধন্যবাদ জানাই বন্ধু রাজীবকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করার জন্য। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ জীবনসঙ্গী নজরুল ইসলামের প্রতি, যে সব সময় এ ধরনের কাজে আমাকে অনুপ্রেরণা যোগায়। পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনাকর্ম সম্পাদন করার জন্য ড. সাজেদুল আউয়ালের কাছে সর্বশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সময় স্বল্পতা গবেষণা কাজের একটি অন্যতম সমস্যা ছিল। গবেষণায় অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

জান্নাতুল ফেরদৌস ঝুমা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	০১
গবেষণার যৌক্তিকতা	০১
গবেষণার উদ্দেশ্য	০২
গবেষণার প্রশ্ন	০২
চলচ্চিত্র অর্থনীতি	০৩
চলচ্চিত্র প্রদর্শন যন্ত্র আইন	০৪
প্রদর্শন পদ্ধতি	০৬
গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	০৬
সাক্ষাৎকার দাতা	০৮
গবেষণার নমুনায়ন	০৮
গবেষণার সীমাবদ্ধতা	০৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	১০
প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা	১০
উপমহাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস	১৩
প্রদর্শন ব্যবস্থা ও প্রেক্ষাগৃহ : বৈশ্বিক পরিক্রমা	৩১
তৃতীয় অধ্যায়	৪৭
ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় নিপতিত বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ	৪৭
দর্শক জনমিতি ও পছন্দ	৭৪
অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ	৭৬
২০১৩ সিনেমাহলের তালিকা	৮৫
চতুর্থ অধ্যায়	১০২
সমাজ, চলচ্চিত্র এবং প্রেক্ষাগৃহ	১০২
প্রেক্ষাগৃহ হ্রাস পাওয়ার নেপথ্যে	১০৪
দিন বদলের পথে	১০৮
পঞ্চম অধ্যায়	১১৩
উপসংহার	১১৩
গবেষণার অবদান	১১৫
তথ্যসূত্র	১১৬

প্রথম অধ্যায়

আমাদের দেশে একটা সময় প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সিনেমা দেখা যাপিত জীবনের একটি নির্ধারিত বিষয় ছিল। কখনো সপরিবারে, কখনো বন্ধুরা মিলে, আবার কখনো নতুন বিবাহিত দম্পতিসহ শুধু নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণি নয়, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষই ছিল প্রেক্ষাগৃহের সিনেমার দর্শক। গুলিস্তান, শ্যামলী, আনন্দ, মধুমিতা, নিউ গুলশান–বিখ্যাত সব সিনেমা হলে এক সময় থাকতো দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি পুরো উল্টো। অবসরে বা উৎসবে দল বেঁধে সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখা মানুষ স্বাভাবিকভাবে খুব কমই ভাবতে পারে। বন্ধ হয়ে গেছে অনেক সিনেমা হল কিন্তু রয়ে গেছে নাম। এমনকি সে জায়গার নাম হয়ে গেছে প্রেক্ষাগৃহের নামে–শ্যামলী, গুলিস্তান, অলকা, বর্ণালী, কাকলী। প্রেক্ষাগৃহের ভগ্নদশার পাশাপাশি নেই কোনো রুচিসম্পন্ন সিনেমা যা সবাই মিলে উপভোগ করা যায়। সিনেমা হল মানেই এখন রিকশাওয়ালা, শ্রমিক ও গার্মেন্টস কর্মীর বিনোদনের জায়গা। যে দু'একটি মানসম্মত সিনেমা হল আছে, সেগুলোতে সিনেমা দেখার জন্য দর্শককে গুনতে হয় অতিরিক্ত টাকা। চলচ্চিত্র শিল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ প্রেক্ষাগৃহ। প্রযোজকের অর্থ লগ্নি করা, পরিচালকের নির্মিত সিনেমার অবশেষে ঠিকানা হয় প্রেক্ষাগৃহে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রেক্ষাগৃহগুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। একের পর এক বন্ধ হচ্ছে প্রেক্ষাগৃহ, যেগুলো বর্তমানে রয়েছে সেগুলোও মৃতপ্রায়, আবার কিছু চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। পনের কোটি মানুষের বাংলাদেশে সিনেপ্লেক্স রয়েছে মাত্র একটি। তবে সম্প্রতি ডিজিটাল সিনেমা প্রদর্শন ও চলচ্চিত্র শিল্পের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বেসরকারি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন। পাশাপাশি বর্তমান সরকার চলতি বাজেটে সিনেপ্লেক্স নির্মাণ করার জন্য কর রেয়াত দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে যা চলচ্চিত্র শিল্পে আশার আলো দেখাচ্ছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে প্রেক্ষাগৃহের এমন অবস্থায় এই গবেষণা প্রকল্পের অবতারণা যার উদ্দেশ্য হল এ দেশের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে সিনেমা হলের ভূমিকা, অতীত অবস্থা, সমস্যাগ্রস্ত বর্তমান ও আশান্বিত ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনুসন্ধানী আলোচনা। এ ছাড়াও চলচ্চিত্রের সার্বিক উন্নয়নের সাথে সিনেমা হলের আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান।

গবেষণার যৌক্তিকতা

প্রযুক্তির উৎকর্ষে দরুণ নতুন ধারার গণমাধ্যম প্রতিনিয়তই মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে। এসবের সাথে প্রতিযোগিতা করে চলচ্চিত্র পৃথিবীতে তার প্রভাবশালী আসন ধরে

প্রথম অধ্যায়

আমাদের দেশে একটা সময় প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সিনেমা দেখা যাপিত জীবনের একটি নির্ধারিত বিষয় ছিল। কখনো সপরিবারে, কখনো বন্ধুরা মিলে, আবার কখনো নতুন বিবাহিত দম্পতিসহ শুধু নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণি নয়, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষই ছিল প্রেক্ষাগৃহের সিনেমার দর্শক। গুলিস্তান, শ্যামলী, আনন্দ, মধুমিতা, নিউ গুলশান–বিখ্যাত সব সিনেমা হলে এক সময় থাকতো দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি পুরো উল্টো। অবসরে বা উৎসবে দল বেঁধে সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখা মানুষ স্বাভাবিকভাবে খুব কমই ভাবতে পারে। বন্ধ হয়ে গেছে অনেক সিনেমা হল কিন্তু রয়ে গেছে নাম। এমনকি সে জায়গার নাম হয়ে গেছে প্রেক্ষাগৃহের নামে–শ্যামলী, গুলিস্তান, অলকা, বর্ণালী, কাকলী। প্রেক্ষাগৃহের ভগ্নদশার পাশাপাশি নেই কোনো রুচিসম্পন্ন সিনেমা যা সবাই মিলে উপভোগ করা যায়। সিনেমা হল মানেই এখন রিকশাওয়ালা, শ্রমিক ও গার্মেন্টস কর্মীর বিনোদনের জায়গা। যে দু'একটি মানসম্মত সিনেমা হল আছে, সেগুলোতে সিনেমা দেখার জন্য দর্শককে গুনতে হয় অতিরিক্ত টাকা। চলচ্চিত্র শিল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ প্রেক্ষাগৃহ। প্রযোজকের অর্থ লগ্নি করা, পরিচালকের নির্মিত সিনেমার অবশেষে ঠিকানা হয় প্রেক্ষাগৃহে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রেক্ষাগৃহগুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। একের পর এক বন্ধ হচ্ছে প্রেক্ষাগৃহ, যেগুলো বর্তমানে রয়েছে সেগুলোও মৃতপ্রায়, আবার কিছু চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। পনের কোটি মানুষের বাংলাদেশে সিনেপ্লেক্স রয়েছে মাত্র একটি। তবে সম্প্রতি ডিজিটাল সিনেমা প্রদর্শন ও চলচ্চিত্র শিল্পের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বেসরকারি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন। পাশাপাশি বর্তমান সরকার চলতি বাজেটে সিনেপ্লেক্স নির্মাণ করার জন্য কর রেয়াত দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে যা চলচ্চিত্র শিল্পে আশার আলো দেখাচ্ছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে প্রেক্ষাগৃহের এমন অবস্থায় এই গবেষণা প্রকল্পের অবতারণা যার উদ্দেশ্য হল এ দেশের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে সিনেমা হলের ভূমিকা, অতীত অবস্থা, সমস্যাগ্রস্ত বর্তমান ও আশান্বিত ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনুসন্ধানী আলোচনা। এ ছাড়াও চলচ্চিত্রের সার্বিক উন্নয়নের সাথে সিনেমা হলের আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান।

গবেষণার যৌক্তিকতা

প্রযুক্তির উৎকর্ষে দরুণ নতুন ধারার গণমাধ্যম প্রতিনিয়তই মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে। এসবের সাথে প্রতিযোগিতা করে চলচ্চিত্র পৃথিবীতে তার প্রভাবশালী আসন ধরে

চলচ্চিত্র অর্থনীতি

সমগ্র পৃথিবীতেই আজ পুঁজিবাদের দাপট, যার একমাত্র ও মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। চলচ্চিত্রও এর জন্মলগ্ন থেকে এই পুঁজিবাদীদের দখলে। চলচ্চিত্রকে একটি শ্রেণি যেমন গণ্য করে আর্ট বা শিল্পকলা হিসেবে, অন্যদিকে আরেকটি শ্রেণি একে ব্যবসা বা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে গণ্য করে মুনাফা অর্জন করে। খ্যাতিমান চলচ্চিত্র পরিচালক তারেক মাসুদ বলেছিলেন, 'চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীর কাছে ৫ম বৃহত্তম শিল্প।' চলচ্চিত্র আর্ট না মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার এ বিতর্কে যাওয়া লেখাটির উদ্দেশ্য নয়। বরং চলচ্চিত্র যে সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির একটি পণ্য যার মাধ্যমে মুনাফা অর্জিত হয় তাই এখানে আলোচ্য। ডেভিড হেল্ড এ বিষয়ে বলেছিলেন, ''সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি নিজে পুঁজিবাদের ভিতর সমন্বিত এবং বিনিময়ে ভোক্তা শ্রেণিকে পুঁজিবাদের সাথে সম্পৃক্ত করে (শুভ, মাহমুদ, ২০০৬)।

একজন নির্মাতার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও প্রযোজকের বিনিয়োগকৃত অর্থে তৈরি করা চলচ্চিত্রের শেষ ঠিকানা প্রেক্ষাগৃহ যার মাধ্যমে চলচ্চিত্রটি গণমানুষের কাছে যায়। তাই চলচ্চিত্রে প্রেক্ষাগৃহ ও প্রদর্শকদের একটি বিশাল ভূমিকা রয়েছে। চলচ্চিত্রের বিকাশ ও বিস্তৃতির পেছনে প্রযোজনা, পরিবেশক ও প্রদর্শকদের অবদান সবচেয়ে বেশি। আর্ট হিসেবে চলচ্চিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে যেমন দক্ষ চলচ্চিত্রকার, শিল্পী ও কলাকুশলীর অবদান রয়েছে, তেমনি পৃথিবী ব্যাপী চলচ্চিত্রকে ইন্ডাস্ট্রির মর্যাদায় সমাসীন করেছেন প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শকরা। প্রদর্শকদের মাধ্যমেই কোনো সিনেমা বিশ্বব্যাপী বাজারজাত হয়ে পণ্যের মতো দর্শকের কাছে পৌঁছে যায় এবং অর্থের মাধ্যমে দর্শক তার ভোক্তায় পরিণত হয়। চলচ্চিত্রের এই অভ্যন্তরীণ ও অপরিহার্য নীতি বাংলাদেশে আরও প্রকট। আমাদের দেশে সাধারণত চলচ্চিত্রে প্রযোজক বা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান পুঁজি বিনিয়োগ করেন। সিনেমার নামকরণ, কাহিনী নির্বাচন ও চিত্রনাট্য, কলাকুশলী নিয়োগ ও অন্যান্য বিষয়গুলোতে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান নীতি নির্ধারণী ভূমিকা রাখেন। অন্যদিকে পরিচালক তাঁর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে সিনেমাটি নির্মাণ করেন। এরপর প্রযোজক তাঁর প্রযোজিত সিনেমাটিকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ও আর্থিক নিশ্চয়তা লাভের জন্য পরিবেশনার দায়িত্ব যে কোনো পরিবেশক বা পরিবেশনা সংস্থার নিকট দিতে পারেন। উল্লেখ্য, পরিবেশকদের বলা হয় প্রযোজকদের মার্কেটিং এজেন্ট বা তৃতীয় পক্ষ। আবার, প্রযোজক বা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এককভাবে পরিবেশক বা পরিবেশনার দায়িত্ব পালন করেন। পরিবেশকরা প্রেক্ষাগৃহের মালিক তথা প্রদর্শকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষাসহ ছবি মুক্তির যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। প্রসঙ্গত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে বুকিং এজেন্ট বা পরিবেশকরাই সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। প্রযোজকের কাছ থেকে মোট আয়ের ৫% পাবে বলে স্বীকৃত হলেও এটা আর এখন তেমন মানা হয় না।

সিনেমা হলের অবস্থান, আসন ক্ষমতা, দর্শকদের রুচি, ছবির গুণাগুণ বিবেচনা করে পরিবেশকরা বাজার পরিচালনা ক্ষমতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাদের মূল লক্ষ্য হলো, ছবির চাহিদা বা বাজার মূল্য ধরে রেখে দীর্ঘদিন যাবৎ সর্বোচ্চসংখ্যক দর্শককে আকর্ষণ করা এবং সুষ্ঠুভাবে একটি ছবি বাজারজাত করা। আর্থিক লাভের জন্য প্রযোজক ও পরিবেশক নিজ নিজ স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রদর্শকের সঙ্গে চুক্তি করেন।

চলচ্চিত্র প্রদর্শন যন্ত্র আইন

চলচ্চিত্র প্রদর্শন যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদর্শনীর জন্য কয়েকটি বিধান রয়েছে। যা সর্বপ্রথম প্রণীত হয় ১৯১৮ সালে। পরবর্তী সালে আইনটি সংশোধিত হয়। এখানে চলচ্চিত্র প্রদর্শণ যন্ত্র আইন ১৯১৮ এর কিছু অংশ তুলে ধরা হলো।

*** এই আইনে, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছুনা থাকলে-**

ক) "চলচ্চিত্র প্রদর্শণ যন্ত্র" এর অন্তর্ভুক্ত চলচ্চিত্র বা ধারাবাহিক চিত্র রূপায়নের জন্য যে কোনও যন্ত্র;

খ) "স্থান", গৃহ, ভবন, তাঁবু বা যানও এর অর্ন্তভুক্ত; এবং

গ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীনের প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত।

চলচ্চিত্র প্রদর্শন যন্ত্রের লাইসেন্স থাকতে হবে। এ আইনে অন্যরকম বিধান না থাকলে, কোনও ব্যক্তি এই আইনের অধীনে প্রাপ্ত স্থান ছাড়া অথবা, এ ধরনের অনুমতিপত্র দ্বারা আরোপিত কোনো শর্ত বা বিধি নিষেধ মান্য করা ব্যতিরকে সিনেমা প্রদর্শন যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারবেনা।

ক) ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার পাবলিক প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহার করা হবে না। কোনো ব্যক্তি একটি ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার এর দ্বারা একটি সার্বজনীন প্রদর্শনী প্রদান করিবে এবং কোন স্থান যেমন প্রদর্শনীর জন্য এই আইনের অধীনে লাইসেন্স করা হবে।

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ -এই আইনের অধীনে অনুমতি প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ অতঃপর "অনুমতি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে উল্লেখিত হবেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট: তবে শর্ত থাকে যে বাংলাদেশ সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সমগ্র দেশের জন্য বা দেশের কোনও অংশের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে অনুমতি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে উল্লেখ করে এই আইন উদ্দেশ্য পূরণার্থে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ গঠন করতে পারেন।

*** লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ।**

ক) অনুমতি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীনে কোনও অনুমতি প্রদান করিবে না যদি না এই কর্তৃপক্ষ এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে -এই আইনে প্রণীত বিধিমালা পর্যাপ্তভাবে মেনে চলা হয়েছে; এবং যে স্থানের জন্য অনুমতি পত্র দেয়া হবে সেখানে দেখতে আসা লোকদের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

খ) প্রতিটি অনুমতিপত্রের সঙ্গে একটি শর্ত যুক্ত থাকবে যে, অনুমতিপত্রধারী ব্যক্তি নির্ধারিত স্থানে ফিল্ম সেন্সরশীপ আইনের অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশ্যে যোগ্য বলে অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনও চলচ্চিত্র ছাড়া অন্য কোনও চলচ্চিত্র প্রদর্শণ করবেনা এবং প্রদর্শনকালে ঐ কর্তৃপক্ষের বর্ণিত ছাড়পত্রের প্রদর্শন করতে হবে এবং এধরনের ছাড়পত্র পাওয়ার পর যেখানে কোনও রকম পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন করা যাবে না।

গ) এ ধারার পূর্বোক্ত বিধানসমূহ মোতাবেক এবং বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে অনুমতিপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তের ভিত্তিতে এবং এ ধরনের বিধিনিষেধ সাপেক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে এই আইনের অধীনে অনুমতিপত্র প্রদান করতে পারেন।

এই আইন ও উহার অধীনে নির্মিত বিধি লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি

ক) যদি এই আইনের বিধানসমূহ বা এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা অথবা আরোপিত শর্ত ও বিধিনিষেধ বা এই আইনের অধীনে যে সব বিষয় সাপেক্ষে অনুমতিপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলো লঙ্ঘন করে চলচ্চিত্র প্রদর্শন যন্ত্রের মালিক বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এই যন্ত্র ব্যবহার করে বা ব্যবহারের অনুমতি দেয় অথবা সেই স্থানের মালিক বা দখলকারী স্থানটি ব্যবহারের অনুমতি দেয় অথবা সে স্থানের মালিক বা দখলকারী স্থানটি ব্যবহারের অনুমতি দেয়, তাহলে সে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা জরিমানার শাস্তিযোগ্য হবে এবং অব্যাহত অপরাধের ক্ষেত্রে এ ধরনের অপরাধ চলতে থাকা সময়ে প্রতিদিনের জন্য আরো সর্বোচ্চ একশ টাকা করে বাড়তি জরিমানা হবে এবং তার অনুমতিপত্র (যদি থাকে) অনুমতিপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা বাতিলযোগ্য হবে।

খ) যদি কোনও ব্যক্তি কোনও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের কারণে এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য কোনও অপরাধ করার জন্য সাজাপ্রাপ্ত হয় তবে সাজা প্রদানকারী আদালত এই চলচ্চিত্র সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিতে পারেন।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা : বাংলাদেশ সরকার এ আইনের বিধানসমূহ কার্যকর করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারেন। বিশেষভাবে এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সার্ব্বজনীনতা ক্ষতিগ্রস্ত না করে এই ধারার অধীনে নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধিমালা প্রণীত হতে পারে-

ক) জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সিনেমা প্রদর্শন যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদর্শনী নিয়ন্ত্রণ।

খ) এই আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোনও বিষয় এই আইনের অধীনে প্রণীত সকল বিধিমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হবে এবং প্রকাশ করার সময় থেকে এ আইনে লিপিবদ্ধরূপে কার্যকর হবে।

ব্যতিক্রম বাংলাদেশ সরকার লিখিত নির্দেশ দ্বারা এই আইনের বিধানসমূহ বা এর অধীনে প্রণীত বিধি থেকে যে কোনও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী যে কোনও শ্রেণির চলচ্চিত্র প্রদর্শনীকে আরোপিত শর্ত ও বিধিনিষেধ সাপেক্ষে রেহাই দিতে পারেন।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রকাশনা

১। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, মোঃ রাজিবুল হাসান, ঢাকা, ২০১৪।
২। বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, জান্নাতুল ফেরদৌস জুমা, ঢাকা, ২০১৪।
৩। অভিনয়শিল্পী সুলতানা জামান : জীবন ও কর্ম, সুচিত্রা সরকার, ঢাকা, ২০১৪।
৪। কুশলী চিত্রগাহক বেবী ইসলাম, মীর শামছুল আলম বাবু, ঢাকা, ২০১৩।
৫। তারেক মাসুদ : জীবনী গ্রন্থ, রুবাইয়াৎ আহমেদ, ঢাকা, ২০১৩।
৬। লালনের জীবনী নির্ভর চলচ্চিত্রে লালন দর্শনের রেপ্রিজেন্টেশন, নন্দিতা তাবস্সুম খান, ঢাকা, ২০১৩।
৭। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন : পটভূমি, আদর্শ, লক্ষ এবং কার্যক্রম (১৯৬১-২০১১), অব্যয় রহমান, ঢাকা, ২০১৩।
৮। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্রে নারী নির্মাণ, ড. কাবেরী গায়েন, ঢাকা, ২০১২।
৯। এম. এ. সামাদ : জীবন ও কর্ম, ড. রশিদ হারুন, ঢাকা, ২০১২।
১০। বাদল রহমান : জীবন ও কর্ম, আবু সাইদ মেহেদী হাসান, ঢাকা, ২০১২।
১১। মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী এ. কে. এম. আব্দুর রউফ, স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা, ২০১১।
১২। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র : অনুপম হায়াৎ, ঢাকা, ২০১১।
১৩। বাংলাদেশের ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার পটভূমি পর্যলোচনা : মোঃ রফিকুল ইসলাম, ঢাকা, ২০১১।
১৪। বাংলাদেশের লোককাহিনীভিত্তিক চলচ্চিত্রে লোকজীবনের উপস্থাপনা : ড. তপন বাগচী, ঢাকা, ২০১১।
১৫। আমাদের চলচ্চিত্র : মোঃ ফখরুল আলম, ঢাকা, ২০১১।
১৬। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন : শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি পর্যালোচনা: ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম, ঢাকা, ২০১১।
১৭। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিচিতি : ঢাকা, ২০১১।
১৮। চলচ্চিত্রকার সালাহউদ্দিন : হারুনর রশীদ, ঢাকা, ২০১১।
১৯। সুমিতা দেবী : অব্যয় রহমান, ঢাকা, ২০১১।
২০। উদয়ন চৌধুরী : সুহৃদ জাহাঙ্গীর, ঢাকা, ২০১১।
২১। চলচ্চিত্রের গানে ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : তপন বাগচী, ২০১০।
২২। Digital Film of Bangladesh, Dr. Fhamidul Huq, Dhaka, 2010.
২৩। Women on Screen : Representing Women by Women in Bangladesh Cinema, Bikash Ch. Bhowmick, Dhaka, 2009.
২৪। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ধারার চলচ্চিত্র ও সিনে সাংবাদিকতার আন্তঃপ্রভাব : বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা : অদিতি ফাল্গুনি গায়েন ও হুমায়রা বিলকিস, ঢাকা, ২০০৯।
২৫। বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্র : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা : তপতী বর্মন ও ইমরান ফিরদাউস, ঢাকা, ২০০৯।
২৬। রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০০৪।
২৭। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৭ম সংখ্যা, ২০১৪।
২৮। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০১৩।
২৯। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৫ম সংখ্যা, ২০১২।
৩০। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১১।
৩১। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৩য় সংখ্যা, ২০১০।
৩২। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ২য় সংখ্যা, ২০০৯।
৩৩। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ১ম সংখ্যা, ২০০৮।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
বেতার ভবন (৩য় তলা), ১২১ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। www.bfa.gov.bd